তারিখ 22 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

আলিম সমমানের শিক্ষিতরা কাজী নিয়োগ পাবেন

আইনের সংশোধনী বাতিলের দাবী জানিয়েছেন আলেম ও কাজী সমাজ

সাঈদ আহমেদ

নিকাহ রেজিস্ট্রার বা কাজী পদে নিয়োগ পাবেন আলিম ও সমমানের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যে কেউ। কোন অধিক্ষেত্রে আলিম উত্তীর্ণ কাউকে পাওয়া না গেলে সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে উত্তীর্ণ ব্যক্তি কিংবা সমমানের কোন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, মোটর মেকানিকও কাজী হতে পারবেন। মুসলিম নিকাহ ও তালাক রেজিস্ট্রি আইন-১৯৭৪ এর সংশোধনীতে এরকম একটি বিধিই সংযুক্ত করা হয়েছে। এ সংশোধনীতে কাজীদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। সংশোধনী সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয় গত ১২ মার্চ। এদিকে নিকাহ রেজিস্ট্রার পদে সাধারণ শিক্ষিতদের নিয়োগদানের বিধান সম্বলিত আইনের সংশোধনী বাতিলের দাবী জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, ইসলামী

পৃঃ ১২ কঃ ২

আলিম সমমানের শিক্ষিতরা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিত্ব ও কাজী সমাজ। ১৯৭৪ সালের নিকাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনের ৬ (১) বিধি সংশোধনীতে শরীয়ত পরিপন্থী ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সরকারের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা মাদরাসা শিক্ষাবিরোধী একটি অংশের অপপ্রয়াস বলেও মন্তব্য করেছেন। বিক্ষুব্ধ আলেম ও কাজী সমাজ অবিলম্বে নিকাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন (সংশোধনী)-২০০৯ বাতিলের দাবী জানান।

১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছেন। এ আইনে নিকাহ রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু সরকার সংসদের গত অধিবেশনে নিকাহ রেজিস্ট্রি আইনের ৬ নম্বর বিধির উপ-বিধি (১) সংশোধনী আনে। সংশোধনীতে নিকাহ রেজিস্ট্রারের যোগ্যতা আলিম উত্তীর্ণ, আলিম পাস কাউকে না পাওয়া গেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাস (ইন্টারমিডিয়েট) কিংবা সমমানের যে কোন সার্টিফিকেটধারী বলে নির্ধারণ করা হয়। গত ১২ মার্চ এ সংশোধনী সংক্রান্ত গেজেট জারি করা হয়েছে। গেজেট হস্তগত হলে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বৃহত্তর কাজী সমাজ এবং রাজনৈতিক সংগঠন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

নিকাহ রেজিস্ট্রার পদে সাধারণ শিক্ষিতদের নিয়োগদানের বিধান করা প্রসঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ বলেন, কাজী নিয়োগ পাওয়ার বিষয়ে আলেম হওয়া এবং ইসলাম ও শরীয়তের এলেম থাকা জরুরী। আলেম ছাড়া বিয়ে-শাদী-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়তসম্মত মতামত দিতে পারবে না। তাই কাজী নিয়োগে সরকারি সিদ্ধান্ত ইসলাম সমর্থিত নয়। এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা না করলে সরকারকে সমস্যায় পড়তে হবে।

বাংলাদেশ নেজামী ইসলামী পার্টির সভাপতি মাওলানা আব্দুর রকীব এডভোকেট বলেন, এ আইন মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার পূর্ব পদক্ষেপ। সরকারের ভেতর একটি মহল মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিলুপ্ত করতে অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন চালু পেছনেও মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তি চক্রান্ত রয়েছে। তিনি বলেন, ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে কাজী নিয়োগের নতুন আইন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অন্তরে আঘাত দিয়েছে। আব্দুর রকীব এডভোকেট বলেন, এদেশের মুসলমানরা কাজী নিয়োগে নতুন আইন মানবে না। এ আইন বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশনের মহাসচিব রেজাউল হক চাঁদপুরী বলেন, মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় সমাজে একজন কাজী নিয়োগ পেতে হলে তাকে অবশ্যই আলেম হতে হবে এবং মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় শরীয়তসম্মত বিবাহ বন্ধন, তালাক, বাল্য বিবাহ এবং নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য ধর্মের বিবাহ-শাদী বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। তিনি বলেন, নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই কামিল পাশ হতে হবে। একইসাথে প্রয়োজন বাস্তব জ্ঞান। তাই সরকারের উচিৎ ধর্মমন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কাজী সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ শেষে নাম নিবন্ধনের মাধ্যমে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের যোগ্যতা নিরূপণ বাঞ্ছনীয়।

এদিকে বাংলাদেশ কাজী সমিতির সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলেছেন, আইনের এ সংশোধনী শরীয়াহ বিরোধী। এটি মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানবে। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে বিবাহ ও তালাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও মাসআলা-মাসায়েল, ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রতি চরম অশ্রদ্ধার পরিচয় দেয়া হয়েছে। উক্ত সংশোধনীর আলোকে সরকার নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রদান শুরু করলে আলিম সমমানের একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারও নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে পারবেন। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে তেমনি মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কর্ম সংস্থানের অধিকার সংকুচিত হবে। তিনি বলেন, এমনিতেই মাদ্রাসা শিক্ষিতরা নানাভাবে নিগৃহিত ও বৈষম্যের শিকার। সরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোতেও মাদরাসা শিক্ষিতদের পদ সংরক্ষণ করা হয় না। নিকাহ রেজিস্ট্রার পদটি উন্মুক্ত করে দেয়ায় মাদরাসা থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভকারীদের সম্মানজনক জীবিকার পথ ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। অবিলম্বে উক্ত সংশোধনী বাতিল করা প্রয়োজন। কারণ উক্ত সংশোধনী শুধু কাজী সমাজকেই অস্তিত্বের সংকটে ফেলেনি। মাদরাসা শিক্ষিতদের সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। ইসলামের দেয়া নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হবে। সর্বোপরি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিতরা কর্মহীন এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবেন।

সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা মোঃ আব্দুল হাই তালুকদার বলেন, সংশোধনীটি সংসদে পাস হওয়ার আগে থেকেই আমরা এ প্রতিবাদ করে আসছি। সভা-সমাবেশ করেছি। আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতও করেছি। তিনি আমাদের কাজী সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন আইন সংসদে পাস হবে না- মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপরও এ সংশোধনী হয়েছে। তিনি বলেন, এ সংশোধনীতে অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। কারণ, দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ মাদরাসা শিক্ষিত বেকার। একটি অধিক্ষেত্রে আলিম উত্তীর্ণ কোন প্রার্থী পাওয়া যাবে না- এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব।

বাংলাদেশ কাজী সমিতি মহানগর সভাপতি মাওলানা কাজী আমহামীর বলেন, অবিলম্বে এ সংশোধনী বাতিল না হলে কাজী সমাজ রাজপথে নামতে বাধ্য হবে।

মাওলানা মোহাম্মদ হুফিউল্লাহ বিবাহে মাদরাসা শিক্ষিতদের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করে বলেন, বিবাহ উপযুক্ত নর-নারীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে এ পর্যন্ত বিয়েতে সামাজিক রীতি প্রচলিত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আরশে আজীমে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)এর বিবাহ পড়িয়েছেন আল্লাহ স্বয়ং। নবী করিম (সাঃ) নিজেও বিবাহ পড়াতেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিবাহ পড়ানোর বিষয়টি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, খোলাফায়ে রাশেদীন পরম্পরা হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এবং চার মাযহাবের ফকিহগণ বিবাহ পড়াতেন। বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে দুটি সূরা (সূরা নিসা ও সূরা তালাক) নাযিল করেছেন। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, বিবাহ কিংবা তালাক নিছক কোন আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়। এটি শুধু রেজিস্ট্রেশনেরও বিষয় নয়। এর সঙ্গে অনেক মাসলা-মাসায়েল জড়িত। একজন কাজী বা নিকাহ রেজিস্ট্রারকে অবশ্যই বিবাহের মোহরানা, স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য, স্ত্রীর করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে। বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে কুরআন ও হাদিসের ভাষায় খুতবা পাঠ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের পক্ষে শুদ্ধভাবে করা সম্ভব নয়।

এদিকে উক্ত সংশোধনী সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন এমপি নিকাহ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট সংশোধনীতে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের যোগ্যতা আলিমের সমমান রাখার দাবী জানান। তার যুক্তি ছিলো বিসিএস থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে যদি সমমান রাখায় আপত্তি না থাকে নিকাহ রেজিস্ট্রেশনে থাকবে কেন? কাজীর দায়িত্ব শুধু বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রি করা। আর বিয়ে পড়ানোর দায়িত্ব মাওলানা সাহেবদের। বিয়ে পড়ানো এবং বিয়ে পড়ানোর পর দোয়া-খায়ের করতে পারেন মসজিদের ইমামও। এ কাজটি নিকাহ রেজিস্ট্রারকেই করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তিনি বলেন, এ সংশোধনীতে কাজীদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। বিকল্প রাখার অর্থ এই নয় যে, আমরা ইন্টারমিডিয়েট পাস ব্যক্তিদের কাজী নিয়োগ দিয়ে দিচ্ছি। নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা দেখবো লোকটি উপযুক্ত কি না। ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে আমরা কাউকে কাজী নিয়োগ দেবো না।